জীবননগরে পুলিশের অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার ১০

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৯ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি এবং ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার ও আজ রবিবার জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিরা হলেন— উপজেলার বাঁকা গ্রামের মৃত আনোয়ার সর্দারের মেয়ে জরিনা খাতুন (৫৪) ও নুরুন নাহার খাতুন (৪১), আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের পাকা গ্রামের সিদ্দিক মণ্ডলের ছেলে ছাব্বির হোসেন (২১), একই গ্রামের মৃত নুর মিয়ার ছেলে সবুজ ইসলাম (২৮), মৃত ফয়উদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২২), বাঁকা গ্রামের মৃত আনোয়ার আলী সর্দারের ছেলে জামাল হোসেন (৫৫), জাহাঙ্গীর হোসেন (৪২), বাবুল সর্দার (৫২) ও ফুলু খাতুন (৪৩)।

অন্যদিকে, গোয়ালপাড়া গ্রামের মৃত যোগেন্দ্র নাথের ছেলে রাজু মণ্ডল (৬০) কে ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মামুন হোসেন বিশ্বাস জানান, ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারে ও মাদক নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। আটককৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ধর্ষণ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আলমডাঙ্গায় সেনা-পুলিশের অভিযানে অস্ত্রসহ যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার ও এক যুবককে আটক করা হয়েছে। আজ শনিবার ভোররাতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে কেশবপুর পূর্বপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সেনাবাহিনী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই দিন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোর রাত ২টা ১৫ মিনিট থেকে সকাল ৬টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত অভিযান চলেছে। সেনাবাহিনীর বিএ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে নিহত জসিমের ছেলে সোয়াদের বাড়ি ঘেরাও করা হয়। তল্লাশির এক পর্যায়ে উদ্ধার করা হয় একটি শটগান, পাঁচ রাউন্ড গুলি, নয়টি ধারালো দেশীয় অস্ত্র এবং একটি ঢাল।

গ্রেপ্তার সোয়াদ কেশবপুর পূর্বপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে অবৈধ অস্ত্র মজুদের কথা স্বীকার করেছে বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে। পরে তাকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মাসুদুর রহমান জানিয়েছেন, আটক যুবকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

দর্শনায় চোর সন্দেহে গণপিটুনির শিকার যুবক ফিরলো পরিবারের কাছে

দর্শনায় মোটরসাইকেল চোর সন্দেহে গণপিটুনির শিকার সেই যুবক ইয়ামিনকে মানবিক উদ্যোগে তার বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিল দর্শনা থানা পুলিশ।

সোমবার দুপুর ১২টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ইয়ামিনকে তার মা-বাবার হাতে তুলে দেন।

ইয়ামিনের বাবা জিলু মিয়া ও মা সাহেদা খাতুন জানান, পাঁচ বছর আগে বিদ্যুৎ মিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইয়ামিনের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। এরপর থেকে সে প্রায়ই বাড়ি থেকে চলে যেত এবং ফিরে আসতে পারত না। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর থানার চান্দুরা ইউনিয়নের ইব্রাহিমপুর গ্রামের বাসিন্দা। এর আগে ৪-৫ বার নিখোঁজ হলেও পরিবার তাকে খুঁজে ফিরিয়ে এনেছে। এবারও ২২ দিন আগে নিখোঁজ হওয়ার পর গত রবিবার দর্শনা রেলগেট এলাকায় একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে নাড়াচাড়া করার সময় স্থানীয়রা তাকে চোর সন্দেহে গণপিটুনি দেয়।

খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ইয়ামিনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে সে ভিন্ন ভিন্ন নাম ঠিকানা বলায় পুলিশ বুঝতে পারে, সে মানসিক ভারসাম্যহীন। পরে তার হাতের বাঁধন খুলে থানায় রাখে এবং খাবার দেয়।

মানবিক উদ্যোগে ওসি মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বিভিন্ন কৌশলে ইয়ামিনের কাছ থেকে অস্পষ্ট নাম–ঠিকানা জেনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এভাবে ইয়ামিনের বাবা-মায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। পরে তারা চট্টগ্রাম থেকে মামুন পরিবহনে করে সোমবার দুপুরে দর্শনায় পৌঁছান। মামুন পরিবহনের কাউন্টার মাস্টার আব্দুল আলিম তাদের থানায় নিয়ে আসেন।

ওসি শহীদ তিতুমীর ইয়ামিন ও তার বাবা-মাকে দুপুরের খাবার খাওয়ান এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ইয়ামিনকে বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেন। পরে মামুন পরিবহনের মালিকের সঙ্গে কথা বলে তাদের বিনা ভাড়ায়

চট্টগ্রামে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও করেন।

উল্লেখ্য, পারকৃষ্ণপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে মাসুদ রানা তার টিভিএস মোটরসাইকেল (নং: চুয়াডাঙ্গা হ-১৫-৩৭০৩) চুরির চেষ্টা করার অভিযোগে ইয়ামিনকে থানায় সোপর্দ করেন। তখন ইয়ামিন নিজের পরিচয় বারবার বদলাচ্ছিল কখনো বলছিল ইয়ামিন মিয়া, পিতার নাম জিলু বা ঝিরু মিয়া, ঠিকানা কখনো চান্দুরা, কখনো ঢাকা গাজীপুর, আবার কখনো শেরপুর।

চুয়াডাঙ্গা জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কাছে হেফাজতের প্রস্তাব দিয়েও সাড়া না পেয়ে ওসি শহীদ তিতুমীর নিজেই খোঁজ নিয়ে ইয়ামিনকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। পুলিশের এ মানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য স্থানীয় জনগণ ও সাংবাদিকরা ওসি মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের প্রশংসা করেছেন।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুরের গাংনীতে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ৪ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত গাংনী থানা পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার হিজলবাড়ীয়ার আহম্মদ আলীর ছেলে মোঃ সোহাগ হোসেন (৩১), গাড়াডোব পোড়াপাড়ার হাজিম উদ্দিনের ছেলে ফয়সাল জাহান শিশির (৩২), ২◌ং ওয়ার্ড শিশির পাড়ার মৃত জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে মোঃ আল-ইমরান (২০), খাসমহলের মোঃ জিল্লুর রহমানের মোঃ রাসেল হোসেন (২৩)।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে

জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

মেহেরপুরে ১২০ টাকায় স্বপ্ন পূরণ, পুলিশে চাকরি পেলেন ৯ জন

মেহেরপুরে সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে ১২০ টাকা আবেদন ফি দিয়ে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৯ জন। ওয়েটিং লিস্টে রয়েছেন আরও দুইজন।

কনস্টেবল পদে উত্তীর্ণ এসব পুরুষদের নিয়ে শুক্রবার বিকেল ৫টায় মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে মতবিনিময় সভা করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।

এ সময় কনস্টেবল পদে চাকরি চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। শতভাগ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ ৯ জন প্রার্থীর অনেকে তাদের মতামত প্রকাশের সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন।

এসব প্রার্থীর মধ্যে অনেকেই ভ্যানচালক ও কৃষকের সন্তান, অনেকেই আবার অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। তারা শতভাগ স্বচ্ছতা, মেধা ও নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়ে নিয়োগ-সংশ্লিষ্ট সবার ও বাংলাদেশ পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

চাকরি পাওয়া মো: অমিত হাসান বলেন, আমার বাবা একজন কৃষক। আমি দীর্ঘ চারটা মাঠ করার পর তিনবার ভাইভা দিয়েছি। এবার আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে মা-বাবার দোয়ায় ১২০ টাকার বিনিময়ে আমি পুলিশ কনস্টেবল পদে চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়েছি। আমি কোন দালাল চক্রের সাথে যোগ দিইনি, নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছি।

অমিত হাসানের বাবা বলেন, আমি একজন কৃষক। পরিবারের চারজন সদস্য নিয়ে সংসার চালানো খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার বড় ছেলে অমিত চাকরি পেয়েছে এতে আমি ও আমার পরিবার খুব খুশি।
আমার ছেলে ১১টা মাঠ করেছে, শেষ পর্যন্ত নিজ যোগ্যতায় চাকরি

পেয়েছে। এটা বড় ব্যাপার, কোনরকম টাকা-পয়সার লেনদেন করা লাগেনি। সর্বপ্রথম আমি আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই। এরপর ধন্যবাদ জানাই এসপিকে, কারণ তিনি কোন রকম দুর্নীতি না করে যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি দিয়েছেন।

মো: মাহফুজ আলী বলেন, আমার আব্বু একজন ভ্যান চালক। ভ্যান চালিয়ে আমাদের দুই ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ চালিয়েছেন। আমার আব্বু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের মানুষ করেছেন। আমি নিজের যোগ্যতায় ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে উত্তীর্ণ হয়েছি। পরিবারের পাশে এবং একজন সৎ, যোগ্য পুলিশ হয়ে বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই।

মাহফুজ আলীর ভ্যানচালক বাবা বলেন, আমি একজন ভ্যান চালক। ভ্যানের উপর বাদাম ভেজে বিক্রি করে দুই সন্তানকে পড়াশোনা করাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুবই আনন্দিত আমার ছেলেকে নিয়ে। আজ সে নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছে। আমার ছেলে বলেছে, তার প্রথম বেতন আমার হাতে তুলে দেবে। আমার ইচ্ছা, সেই প্রথম বেতনটা আমি মসজিদে দিব।

মো: রুমান ইসলাম বলেন, আমার বাবা একজন কৃষক। আব্বু-আম্মুর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমার চাকরিটা পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য খুব প্রয়োজনীয় ছিল। চাকরিটা পেয়ে আমি ও আমার পরিবার অনেক খুশি। চাকরিটা আমি নিজ যোগ্যতায় পেয়েছি, কোন টাকা-পয়সা বা লেনদেন ছাড়াই। চাকরিটা পেয়েছি শুনে সবার আগে বাবার কথা মনে পড়েছে, কারণ বাবা অনেক কষ্ট করে আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছেন।

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, আমরা বাংলাদেশ পুলিশ বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে পরিবর্তিত নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে সুনামের সাথে সারা দেশব্যাপী স্বচ্ছতার সাথে ট্রেইনি রিক্রুমেন্ট কনস্টেবল (টিআরসি) সম্পন্ন করে এসেছি। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ এ এ পর্যায়ে টিআরসি রিক্রুমেন্ট কনস্টেবল সম্পূর্ণ হলো।

তারা নিয়োগ পেয়েছেন, তারা তাদের যোগ্যতা, মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ পেয়েছেন। মাঠ পর্যায়ে কাজের মাধ্যমে তাদের দক্ষতার প্রমাণ আপনারা দেখতে পাবেন বলে আশা করি। মেহেরপুরবাসী, সাংবাদিকগণ ও সাধারণ জনগণ সর্বদা পুলিশকে সহযোগিতা করে এসেছেন। আপনাদের সহযোগিতার ফলে আজকে সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আর কোন দালাল চক্রের টাকা-পয়সা লেনদেনের মতো কোন সংবাদ বা তথ্য আমরা পাইনি। যদি কখনও এরকম

তথ্য পাওয়া যায় অবশ্যই আমরা তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব।

আলমডাঙ্গা এপিএল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে থানা পুলিশ টিমের জয়

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বিটীম মাঠে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ এবং এপিএল আলমডাঙ্গা ফ্রাঞ্চাইজি মুখোমুখি হয়। প্রথমে ব্যাট করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ৫ উইকেটে ১৪১ রান সংগ্রহ করে। জবাবে এপিএল আলমডাঙ্গা ৯ উইকেট হারিয়ে ১২১ রান করতে সক্ষম হয়।

খেলায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ বিজয়ী হিসেবে উঠে আসে। আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাসুদুর রহমান পিপিএম বলেন, “শরীর ও মনকে সুস্থ ও সবল রাখতে খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। এই খেলার মাধ্যমে আমরা আলমডাঙ্গাবাসীকে দেখাতে চাই, যদি আমাদের যুবকদের খেলাধুলার দিকে নিয়ে আসা যায়, তারা সুস্থ দেহ ও মন পাবে এবং মাদক থেকে দূরে থাকবে।”

তিনি আরও জানান, “দীর্ঘদিন ধরে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অক্লান্ত পরিশ্রম করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করে চলেছে। সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক একঘেয়েমি দূর করার জন্য প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মতো আয়োজন করা হয়। সামনে পূজা এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে অফিসার ফোর্সের মনোবল চাঙ্গা রাখতে এ ধরনের বিবিধ আয়োজন চলমান থাকবে।” এ দিনের খেলা শুধু ক্রিকেটের মজা দেয়নি, পাশাপাশি পুলিশের সামাজিক ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করেছে এবং যুবকদের খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ ও নৈতিক জীবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে গাঁজাসহ গ্রেফতার-১

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেফতার একজন। ২য় আসামী মোঃ খালেক মন্ডল (৫০) পালাতক।

গত সোমবার রাত ১০ ঘটিকায় মাদকদব্য উদ্ধার অভিযানে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাঃ মাসুদুর রহমান এর নেতৃত্বে এসআই(নিঃ) প্রদীপ বিশ্বাস, ঘোলদাড়ী পুলিশ ক্যাম্প, সংগীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিল ও মাদকদব্য উদ্ধার অভিযান পালন করে । গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন ১৫ নং আইলহাঁস ইউনিয়নের সনাতন গ্রামের জনৈক মোঃ খালেক এর বাড়ীর উঠান হতে ধৃত আসামী কাথলীর গ্রামের মোঃ শহিদুল তালুকদারের ছেলে মোঃ জনি তালুকদার(২৪) কে ২০০ গ্রাম মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয় । ২য় আসামী আলমডাঙ্গা উপজেলা সনাতন গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে মোঃ খালেক মন্ডল (৫০) ঘটনার সময় দৌড়ে পালিয়ে যায়।

গ্রেফতারকৃত ও পলাতক আসামীদ্বয়ে বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে। আসামী কে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

মেহেরপুরের এসপি ওএসডি, নতুন এসপি মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী

দেশের সাত জেলায় নতুন পুলিশ সুপার নিয়োগ দিয়েছে সরকার। পাশাপাশি ছয় পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগ ও বদলির আদেশ জানায়। প্রজ্ঞাপনে সই

করেছেন উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ, পুলিশ-১ শাখা নম্বর:- ৪৪,০০,০০০০,০৯৪.১৯.০০১.২২-৪০৮ প্রজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকীকে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে এবং মাকসুদা আকতার খানমকে বদলিকরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ সুপার (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওএসডি) করা হয়েছে।

এছাড়াও শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আল মামুন শিকদারকে বরগুনার পুলিশ সুপার করা হয়েছে। পিবিআইয়ের (পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামানকে বাগেরহাটের পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

পুলিশ অধিদপ্তরের মো. মেনহাজুল আলমকে নরসিংদীর পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনকে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। এসবির বিশেষ পুলিশ সুপার মো. রবিউল ইসলামকে নড়াইলের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। হাইওয়ে পুলিশের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলামকে নাটোরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ১২২ মোবাইল ও ১০ লাখ টাকা ফিরিয়ে দিল পুলিশ

মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের অভিযানে উদ্ধার হওয়া ১২২টি মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া অর্থ প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব মোবাইল ও টাকা মালিকদের হাতে

হস্তান্তর করা হয়।

এসময় “পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ” প্রতিপাদ্যে কমিউনিটি পুলিশিং বিষয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও প্রশাসন) জামিরুল রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিম, ডিবির ওসি গোপালসহ পুলিশের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

জানা গেছে, চলতি বছরের জুন ও জুলাই মাসে জেলার তিন থানায় অভিযান চালিয়ে এসব মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে সদর থানা থেকে ৪১টি, গাংনী থানা থেকে ৬৪টি এবং মুজিবনগর থানা থেকে ১৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত ৯ লাখ ১৭ হাজার টাকা এবং ভুলক্রমে অন্যের অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়া ১ লাখ ১ হাজার ৩০০ টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের ফেরত দেওয়া হয়।

সব মিলিয়ে ১২২টি মোবাইল ফোন এবং ১০ লাখ ১৮ হাজার ৩০০ টাকা মালিকদের হাতে হস্তান্তর করে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে জনগণকে আরও সচেতন হতে হবে। প্রতারণা বা চুরির ঘটনা ঘটলে দ্রুত পুলিশকে অবহিত করলে উদ্ধার কাজ সহজ হয়। পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা বজায় রাখাই এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।